তারিখ 1.0.APR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নওগাঁয় ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র

স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ পুনরায় নওগাঁতে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে সম্মত হয়েছেন। খবরটি যদি সত্যি হয়, তবে কর্তৃপক্ষ যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হতাশা এবং পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে অন্যত্র গিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তদুপরি গত বছর তিন-মাস পর বাতিলকৃত পরীক্ষার ফলাফল এই এলাকার মেধাবী ছাত্রদের পীড়িত করেছিল।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি এইবার নকল রোধ করার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন? গতবারের ন্যায় পুনরায় অবাধে নকল চলতে দিলে আবারো পরীক্ষার ফলাফল বাতিল হবে। এবং সেই সাথে পরীক্ষার কেন্দ্র চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। কর্তৃপক্ষ কি সেই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন? কয়েকজন পরীক্ষার্থীর নকলের জন্য সকল ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল বাতিল হোক এটা আমাদের কাম্য নয়। আর গুটিকয়েক নকলবাজ পরীক্ষার্থীর জন্য সকল ছাত্রকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের নয়। অথচ এই গুটিকয়েক নকলবাজ ছাত্রদের নকল বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনেক সময় ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

অবাধে নকল চলার জন্য নওগাঁর মেধাবী ছাত্ররাও অন্যায়ভাবে উপহাসের পাত্র হন। শিক্ষকগণও মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারেন না। এর জন্য নকলবাজ ছাত্রদের সংগে অবশ্যই কর্তাব্যক্তিদের গাফিলতিকে দায়ী করা চলে।

তাই আমরা এমন একটা পরীক্ষা কেন্দ্র চাই, যেখানে নকল থাকবে না, থাকবে না মেধাবী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তা। আমরা আবার ফিরে পাব নওগাঁর সুনাম, আর এসব সম্ভব হবে একমাত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হন।

এব্যাপারে আমরা আগে থেকেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাহমিজান শাফিউর রহমান,
কাজিপাড়া, নওগাঁ।

ভর্তি হতে আর কত দেরী?

আমরা ১৯৮৪ সালে বিভিন্ন কলেজ হতে রসায়ন সম্মান (সনাতন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রায় দেড় বছর এম,এসসি শেষ পর্বে ভর্তির জন্য অপেক্ষারত ছিলাম। বিগত ১৯৮৭ সালের ৩১শে অক্টোবর একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয় এবং মেধার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য মৌখিক পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দুর্বলতার দরুন অদ্যাবধি আমাদের ভর্তি করানো হচ্ছে না।

আমাদের ভর্তির কেন এত বিলম্ব হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি? আমরা আর কতকাল ভর্তির জন্য অপেক্ষা করবো?

অবহেলিত ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।